আসলে আজকাল প্লেন কম্পানিগুলি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উড়োজাহাজের ভাড়ায় নানা রকম ছাড় দিচ্ছে। কম পয়সার এয়ার ডেকানও আছে। কিন্তু আপনি বললেন ঝোপ বুঝে টিকিট কাটতে পারলে প্লেনের ভাড়া জাহাজের ভাড়ার থেকেও কম পড়তে পারে।

অবশেষে প্লেনে যাওয়াই ঠিক হল। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ভাড়া ইকনমি ক্লাসে তিন হাজার তিনশো থেকে শুরু করে এগারো হাজার পর্যন্ত হতে পারে। আপনার ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবে আপনার কত গাঁট গচ্চা যাবে। এক্ষেত্রে পড়ল পাঁচ হাজারের কিছু বেশী এক পিঠে যা জাহাজের ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের ভাড়ার থেকে সামান্য বেশী। তাই সই, সপরিবারে এবং সবান্ধব আন্দামান ভ্রমণের দিন ঠিক হল। আপনার হাতে সময় বেশী নেই আর মে মাসে বর্ষা নেমে যাবে, তাই এপ্রিলের মাঝামাঝি এক দিন আপনি সবাইকে নিয়ে ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে তৈরী হয়ে এয়ারপোর্টে হাজির হলেন সাড়ে ছটার প্লেন ধরার জন্য।

দুঘণ্টার পথ। আপনি জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন নীচে সুন্দরবন আর তার আঁকাবাঁকা খাঁড়িগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যে পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরের অপার জলরাশির ওপর দিয়ে আপনার প্লেন উড়ে যাচ্ছে। নীচে থোকা থোকা মেঘের ছায়া নীল জলের ঢেউয়ের ওপর ভাসছে। প্লেনের খাবার দাবার মোটমুটি। ওই অত সকালে উঠে বেরোনো হয়েছে। তাই খিদের মুখে মন্দ লাগলনা। জানালা দিয়ে জল দেখতে কাঁহাতক আর ভালো লাগে। তাই চোখ দুটো আপনা থেকেই ঘুমে ঢুলে এসেছিলো। হঠাৎ পাইলটের কন্ঠস্বরে আপনর ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাইলট বলছে, আমরা আন্দামনের কাছাকাছি এসে গিয়েছি। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন দ্বীপমালার অপূর্ব সৌন্দর্য। আপনি তাকিয়ে দেখলেন আসার আগে গুগুল আর্থ খুলে আন্দামানের যে ইমেজ দেখেছিলেন হুবহু তাই। ঘন অরণ্য আর তার একপ্রান্তে পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্ট। ভালো করে কিছু দেখার আগেই হুশ করে প্লেন মাটিতে নেমে এলো।

এয়ারপোর্টের বাইরে অনেকগুলি গাড়ি, বাস এই সব দাঁড়িয়ে। আপনার সহযাত্রী বন্ধু আগে থেকেই যে হোটেলটি ঠিক করে রেখেছিলো তার নাম ধনলক্ষ্মী। তাদের বাস আপনাকে তুলে নিয়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ দিয়ে অ্যাবার্ডিন বাজারের কাছে হোটেলের দরজায় নামিয়ে দিল।

পোর্ট ব্লেয়ারে গরম মোটামুটি ত্রিশ বত্রিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যেই থাকে এসময়। কিন্তু আপনি এসেছেন এমন এক দ্বীপে যেখানে আকাশ ঝকঝকে পরিস্কার। তাই রোদের তেজও বড্ড বেশী। সমুদ্রের ধারে ঘামও হয় খুব। ভাগ্যিস ছাতা এনেছিলেন, নইলে বেড়ানো টেরানো মাথায় উঠতো। হোটেলের ঘরে এসি নেই, মানে আপনি এসি ঘর নেননি। তিন বেডের সাধারণ ঘরের ভাড়াই ছয়শো। এসি নিলে বোধহয় বাজেটে কুলোতো না। অবশ্য এর থেকে কম দামী ভালো হোটেলও আছে। কিন্তু আপনার ও আপনার বন্ধুর সে সব জানা হয়েছে অনেক পরে। এখন আপনি সপরিবারে তিন বেডের একটি ঘরে এবং আপনার বন্ধু দু বেডের ঘরে তিনজন, ধনলক্ষ্মীতে।

আপনার ধারণা ছিল এখানে সরকারি টুরিস্ট সার্ভিস আছে। তাদের কনডাক্টেড ট্যুর আছে। কিন্তু ট্যুরিস্ট অফিসে গিয়ে শুনলেন সব ট্যুরই চালায় প্রাইভেট অপারেটারেরা, শুধু ভাড়ার রেট সরকার থেকে ঠিক করে দিয়েছে। রেট সম্পর্কে আপনার ধারণা জন্মালো ক্রমে ক্রমে। ট্যুরিস্ট অফিস থেকে বলল আপনারা যদি হ্যাভলক দ্বীপে যেতে চান তবে জাহাজের টিকিট আগে কেটে আনুন, তারপর ডলফিন রিসর্টের ঘরের বুকিং পাবেন। এখানে অটো পাওয়া যায় যত্র তত্র, হিন্দি আর বাংলা সমান সমান চলে। জাহাজঘাটায় গিয়ে লাইন দিয়ে টিকিট কেটে আবার ট্যুরিস্ট অফিসে এসে তবেই আপনি ডলফিন রিসর্টের ঘর বুক করলেন। নন এসি কটেজ এক রাত পাঁচশো টাকা। ইতিমধ্যে আপনি একজন ট্যুর অপারেটারের সাথে কথাবার্তা বলে নিয়েছেন। সে আপনাকে সব সাইট ঘুরিয়ে দেখাবে, এক দিনের জন্য বারাটাং নিয়ে যাবে আর ফেরার দিন প্লেনে তুলেও দেবে, নেবে আট হাজার টাকা। আপনি অবশ্য জানেননা ওই আট হাজার হিমশৈলের চুড়ো মাত্র।

সকাল সাড়ে ছটায় জাহাজ ছাড়লো। ওপরে কেবিনে জায়গা পাননি। নীচে ডেকে চারদিক বন্ধ জায়গায় আপনার দম আটকে আসছিলো। এক পাশে একমাত্র জানালা দিয়ে যেটুকু সমুদ্র দেখা যায় তার সৌন্দর্য আপনার মত ছাপোষা ঘরকুনোকে মুগ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট। নীল জঙ্গলে ঘেরা দ্বীপ, দূরের বাতিঘর, ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ আর জাহাজের পাশে পাশে ডলফিন আর উরুক্কু মাছেদের মিছিলের দৃশ্য ক্যামেরায় তুলতেই আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

হ্যাভলক দ্বীপ পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে। এখানে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের ঠাঁই দেওয়া হয়েছিলো। তারাই এখানে সর্বেসর্বা। বাংলা ভাষা চলে। এখানে দুটো সুন্দর সমুদ্র সৈকত আছে। একটির নাম রাধানগর বীচ; এটা নাকি এসিয়ার সর্বোত্তম। আপনার মনে হল এটা লস্ট ওয়ার্ল্ড সিনেমার প্রথম দৃশ্যে দেখানো সৈকতটির মত প্রিস্টিন এবং রহস্যময়। ঠিক সেই রকম অর্ধচন্দ্রাকৃতি, ঠিক সেই রকম সমুদ্র থেকেই ঘন অরণ্যময় পাহাড় উঠেছে। দিগন্তে অজানা দ্বীপের আভাস। সেদিন ছিল বাসন্তীপূজোর ভাসানের দিন। তাই আপনি এক দুর্লভ দৃশ্য দেখতে পেলেন। সমুদ্রের অপার জলরাশির মধ্যে মা দশভূজার নিরঞ্জন।

হ্যাভলকে একরাত থেকে আপনার মন ভরেনি। রাধানগর বীচ এই মর্তের কোনও জায়গা নয় যেন। তবু ফিরতে হয়, মনে হয় অত সুন্দর জায়গা, আগে জানলে অন্য রকম প্রোগ্রাম করা যেত। জাহাজ ভাড়তো মাত্র দশ টাকা। কিন্তু ওই হ্যাভলকই আন্দামানের একমাত্র সুন্দর জায়গা নয়। এরকম নির্জন সৈকত ও নানা দৃশ্যের ভোজ যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে।

পোর্টব্লেয়ারের অন্যতম আকর্ষণ হল সেলুলার জেল। স্টার ফিশের মত এর পাঁচটি বাহু বা ব্যারাক ছিল। এখন রয়েছে মাত্র আড়াইটি। এর ইতিহাস আপনি কিছুটা জেনেছেন বই পড়ে, কিছুটা এখানে সন্ধ্যাবেলায় যে আলো ও শব্দের অনুষ্ঠান হয় তার মাধ্যমে। কিন্তু ওই সান্ধ্য অনুষ্ঠান আপনার খুব একটা ভালো লাগেনি, কোথায় যেন মনে হয়েছে ইতিহাসের ওপর বর্তমান রাজনীতির প্রলেপ পড়েছে। কিন্তু সেলুলার জেল? অসাধারণ, অভিভূত করার মত।

হ্যাভলক থেকে ফেরার পর আপনার ট্যুর অপারেটার সুকুমার মন্ডল আপনার ইটিনারি নিয়ে হাজির। কোথায় কোথায় যাবেন? চিড়িয়াটাপু, করবিন্স কোভ, মেরিনা বীচ, সামুদ্রিকা জাদুঘর, হ্যান্ডিক্র্যাফ্ট এম্পোরিয়াম, চিড়িয়াখানা, নৃতত্ব সংগ্রহশালা। হ্যাঁ সামুদ্রিকা যদুঘর দেখে আপনার তৃপ্তি হল। এত সুন্দর করে সাজানো আর এত ইনফরমেটিভ যে বেশ জ্ঞান বেড়ে গেল। এরকমই সুন্দর সংগ্রহশালা হল নৃতত্বের যাদুঘর। জারোয়াদের বসতবাটি, সেন্টিনালিসদের অস্ত্র, নিকোবরের আদিবাসী শম্পেনদের নৃতাত্বিক বিশেষত্বটা আপনার কাছে জলবৎ সরল হয়ে গেল। চিড়িয়াখানা সর্বত্রই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অবিমৃশ্যকারিতার নিদর্শন। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

পোর্টব্লেয়ারের কিছু দূরে একটা ছোট দ্বীপ আছে। নাম রস আইল্যান্ড। ইংরেজরা প্রথমে এসে এখানেই বসবাস শুরু করে। জাপানীদের আক্রমন ঠেকানোর জন্য এখানে অনেকগুলো বাঙ্কার গড়া হয়েছিল। আজ পরিত্যক্ত এবং ধ্বংসস্তুপে পরিনত। এখানে বেতবন, বটের ঝুরি, বাঁশঝাড়, এবং কিঞ্চিত স্বাভবিকভাবে গজিয়ে ওঠা স্থানীয় মহীরুহ, একপাল হরিণের সাথে ভাঙ্গাচোরা ইমারত, ক্লাবঘর, গীর্জা নিয়ে সহাবস্থান করছে। আপনার মত ট্যুরিস্টরা একগাদা টাকা দিয়ে নৌকার টিকিট, দ্বীপে নামার টিকিট কেটে সেসব দেখে মুগ্ধ হচ্ছে।

আপনার জারোয়া দেখার খুব শখ। তাই বারাটাং যাওয়া ঠিক হল। এর মধ্যে অর্ধেকটা রাস্তা আঁকবাঁকা পাহাড়ি পথ, গ্রামের মধ্যদিয়ে আর বাকিটা ঘন জারোয়া রিজার্ভের মধ্য দিয়ে। নিয়মকানুন খুব কড়া। রিজার্ভ ফরেস্টে ঢোকার আগে সব গাড়ি একসাথে লাইন দিয়ে দাঁড়াবে, তারপর পুলিশের
পরিচালনায় সার দিয়ে গাড়িগুলি চলবে একই রকম স্পীডে। কোথাও দাঁড়ানো চলবেনা। জারোয়াদের কোনও কিছু দেওয়া চলবেনা। ফটো তোলাও নিষিদ্ধ। আপনি কিন্তু কিছু কিছু নিয়ম ভেঙেছেন। কেন ওই গহন অরণ্যপথের মাঝে বয়ে যাওয়া মায়াবী স্রোতবতীর ছবি তুললেন?

জারোয়া আপনি দেখেছেন পথে, তিনটে পাঁচটা। জারোয়ারা এখন ভজা মানে ভদ্র জারোয়া, বিড়ি, খৈনি খায়, হিন্দিতে গালাগাল দেয় আর লাল জামা পড়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করে। সভ্যতার প্রলেপ পড়েছে বই কি!

বারাটাং একটা মস্ত খাঁড়ির ওপারে। খাঁড়ির মধ্যেই একটা দ্বীপ রয়েছে। বারাটাং থেকে স্পীড বোটে করে যেতে হয় আরও শরু একটা খাঁড়িতে। তার শেষে রয়েছে একটা চুনাপাথরের গুহা, যেখানে চুনাপাথরের ঝুরি নেমেছে আর চুনাপাথরের নানা আকারের স্তুপ গজিয়ে উঠেছে। খাঁড়ির দু পাশে ম্যানগ্রোভ অরণ্য আর তার পিছনেই দ্বীপের প্রবালশৈলকে ঢেকে রেখেছে গহন ভার্জিন রেইনফরেস্ট। আপনি শুনলেন এখানে একটা দ্বীপ আছে যেখানে গাছের মাথাগুলো সন্ধ্যাসমাগমে হাজার হাজার টিয়াপাখীর দল এসে ঢেকে দেয়।

তবে এবার থামুন মশাই, আর কত মুগ্ধ হবেন? সুকুমার মন্ডল যা নেবার তাতো নিয়েছে, কিন্তু প্রতি মূহুর্তেই আপনি যে বোট ভাড়ায়, এন্ট্রি টিকিটে, জল কিনতে, স্নান করে জামা কাপড় বদলাতে, বেঞ্চে বসে বিশ্রাম করতে, স্বচ্ছ তল নৌকায় চড়তে, চশমা পড়ে জলে ডুব দিয়ে প্রবাল দেখতে পকেটের টাকা খসিয়েই চলেছেন, এর তো একটা শেষ হওয়া দরকার। তাই আপনি গেলেননা ব্যারেন দ্বীপে একমাত্র আগ্নেয়গিরি দেখতে, মায়াবন্দরের মায়ায় জড়ালেননা নিজেকে, দেখলেননা মেগাপড পাখীদের আস্তানা। বাকি যে টুকু পয়সা ছিল তাই দিয়ে আপনার স্নেহের জনদের জন্য কিছু কিছু ছোট্ট উপহার কিনলেন।

প্লেন উড়ল নির্দিষ্ট সময়েই। আটদিনের আন্দামানে কী দেখলেন তার একটা হিসাব করলেন মনে মনে। যা দেখেছেন এর পর আর সারা জীবন কিছু না দেখে, কোথাও না গিয়েও কাটিয়ে দেওয়া যায়। প্লেনের জানালা দিয়ে চোখে পড়ল চক্রাকার দিগন্তে আন্দামানের শেষ চিহ্নটাও অদৃশ্য হয়ে গেল এক লহমায়। নীচে সমুদ্রের ওপর ঘন বাদল জমেছে। এরা আপনার সাথে সাথে উড়ে চলেছে কলকাতাকে প্রথম বর্ষার জলধারায় সিঞ্চিত করার জন্য।